Cultural and Technological Dimension

• **বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি :-** বিশ্বায়নের তত্ত্বে উদারীকরণের দর্শন যেহেতু গুরুত্ব পেয়েছে যেহেতু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এসেছে দ্রুততা স্বচ্ছতা, লাল ফিতের বাঁধন ও স্তরবিন্যস্ত প্রশাসনের দীর্ঘসূত্রিতা অনেকাংশে দূর হয়েছে, Digital প্রশাসনিক কাঠামো গ্রহণ করেছে বহু উন্নয়নশীল দেশেই, E-governance প্রবর্তিত হওয়ার কারণে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একদিকে যেমন দ্রুততা এসেছে পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা, প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা বেড়েছে তথ্যের অধিকার স্বীকৃতি পাওয়ার পরে তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটার পরে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একদেশের সঙ্গে অপর দেশের যেমন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, পাশাপাশি একটি দেশের কেন্দ্রের প্রশাসনিক দূরবর্তী একক থেকে সংযুক্তিকরণ ও সমন্বয় ~~সাধ~~ স্থাপনের প্রয়াস শুরু হয়েছে কোনো এক দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে তথ্যসমৃদ্ধ করার দায়িত্ব নিচ্ছে অন্য একটি দেশ, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 2007 সালে ব্রাজিল সরকার তাদের দেশের সমস্ত ভূমি সংক্রান্ত মানচিত্রকে Digitalized করার ভার দিয়েছিল কলকাতার এক তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাকে,

• **বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতি :-** বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতি শব্দ দুটি ব্যাপক ও বহুমাত্রিক অর্থ বহন করে, বিশ্বজুড়ে ধনতান্ত্রিক ও পশ্চিমীয় আধিপত্যবাদ ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে প্রথম বিশ্বের ভোগবাদী সংস্কৃতির দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তৃতীয় বিশ্ব তথা উন্নয়নশীল দেশসমূহের সংস্কৃতি.

দেশীয় সংস্কৃতির ওপর পাশ্চাত্য ভোগবাদী ও বেআব্রু সংস্কৃতি প্রবেশের ফলে সংস্কৃতির পরিচয়জনিত সংকট শুরু হয়েছে, T.V অন্যান্য গণমাধ্যম ইন্টারনেট তথা তথ্য প্রযুক্তির দৌলতে বিশ্বায়িত সংস্কৃতির প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে, গান, সিনেমা, ফ্যাশন, জীবনধারা রীতিনীতি ও সামাজিক অনুষ্ঠানিকতায় Live together ও Nuclear family র ধারণা ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, বিশ্বায়নের হাত ধরে, সুকৌশলে ধনতান্ত্রিক বিশ্বে কর্তৃস্থানীয় রাষ্ট্রসমূহ তাদের সংস্কৃতিকে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে যাতে করে ঐ প্রজন্মের মনে হয় এই সংস্কৃতির কোনো বিকল্প নেই, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের মূলে দুটি উদ্দেশ্যকে উল্লেখ করা যায় যথা — (i) মনস্তাত্ত্বিক (ii) অর্থনৈতিক, ম্যাকডোনাল্ড, Coca-Cola, পেপসি, KFC, প্রভৃতি পানীয় ও Fast food সর্বত্র বিশ্বায়নের দৌলতে প্রথম বিশ্বের কিছু বহুজাতিক দ্বারা সারা বিশ্বে বিক্রি হচ্ছে, এইসমস্ত খাদ্য ও পানীয় ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছে, ভারতের নয়া উদারনৈতিক নীতি গৃহীত হওয়ার পরে দেশের T.V চ্যানেলগুলোর পাশাপাশি বিদেশি মাধ্যমগুলোর হাতে চলে গিয়েছে, ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী T.V চ্যানেলের প্রতি প্রবল আসক্ত প্রদর্শন করতে শুরু করেছে, এই T.V মাধ্যমে মানুষের মনন ও চেতনায় পাশ্চাত্য ভোগবাদী জীবনযাত্রায় চালচিত্র প্রতিফলিত হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের লোকসংস্কৃতির ধারা বদলেছে, লোকায়িত সংস্কৃতি বিকৃত হচ্ছে পাশ্চাত্য গান ও সিনেমার প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে দেশীয় প্রেক্ষাপটে,

পাশাপাশি ঐতিহাসিক যে, আমাদের দেশে বাউল গানের জনপ্রিয়তা ঘটেছে। বাউল, লোকগীতি, ভাটিয়ালি অন্যান্য লোকগীতি বিশ্বের অন্যান্য দেশে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং সমাদৃত হচ্ছে।

ভোগবাদী ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির একচেটিয়া দাপটের প্রভাবে মানুষে নিজের ব্যক্তিগত বস্তু জাগতিক সমৃদ্ধি ও পেশাগত উন্নয়ন ব্যতীত আর কিছুই ভাবতে পারছে। দেশের দুর্দশা সংস্কৃতি অবক্ষয় রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য প্রভৃতি নিয়ে এখন আর সাধারণ মানুষ ভাবিত নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অন্যায় ও অবিচারের প্রতিও তারা উদাসীন। ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ বিভিন্ন সময়ে অনেক পড়া ও চাকরি করতে যাওয়ার আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন প্রদান করে বিভিন্ন প্রচারের মাধ্যমে ভোগবাদ সুখীজীবনের সন্ধানে পাশ্চাত্যের যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ব্রেনড্রেন হচ্ছে বিপুল পরিমাণে। ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়মিত প্রচারের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের একদল বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সৃষ্টি করে যা সংশ্লিষ্ট ধনী দেশের স্বার্থে প্রচার করে। এইভাবেই ধনতান্ত্রিক দেশগুলো বুর্জোয়া শ্রেণীগুলি তৃতীয় বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং একই সঙ্গে ধনতান্ত্রিক ভিত্তিমূলকে সুনিশ্চিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

সুতরাং, উপরিউক্ত আলোচনা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষে বিশ্বায়নের আগমনের (1991 AD) পর থেকে দেশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে তথ্য প্রযুক্তি দিক থেকে প্রসার ঘটেছে সাংস্কৃতিক প্রবণতা এবং বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তবে এটা ও ঠিক যে, বিশ্বায়ন একদিকে যেমন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রসার ঘটেছে ঠিক তেমনি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা দিক থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার চ্যালেঞ্জের দিকটি এরকমই যে, বেসরকারীকরণ এবং বাজার অর্থনীতির প্রভাবে রাষ্ট্রীয়করণের সংকোচন ঘটেছে। ফলে অর্থনৈতিক থেকে সচ্ছল ব্যক্তিরা তাদের নিজেদের বেসরকারীকরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তারা যেমন তাদের আখের গুছিয়েছে ঠিক তেমনি অপরদিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিরা বেসরকারীকরণের প্রভাবে ফলে দারিদ্র থেকে আরো দরিদ্রতর হয়েছে। সুতরাং, রাষ্ট্রের ভূমিকা বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দরকার।